SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA INSTITUTE (HIGH SCHOOL)

Sub : Geography

Class- X

Assessment - 1

2020-21

Full-40

বিভাগ – ক

১। বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **1x10=10**

ক) 'মাশরুম রক' বলা হয়

(১) গৌর

খ) উৎপাটন প্রক্রিয়া দেখা যায়-----

(৩) রসে মতানে

গ) পলল ব্যজনীর উপরিতলের ঢাল----

(১) অবতল

ঘ) ভারতের হিমালয় পর্বতের একটি পার্বত্য হিমবাহ হল----

(৪) জেমু

ঙ) 'মেসা' শব্দের অর্থ-----

(৩) টেবিল

চ) 'মালাই' শব্দের অর্থ------

(৩) পাহাড়

ছ) করমন্ডল উপকূলে সৃষ্ট হ্রদ-------

(২) পুলিকট

SRAI

জ) সিন্ধুর একটি উপনদী-----

(২) দ্রাস

ঝ) হালকা গ্রথনবিশিষ্ট মাটি হল------

(৩) মরুমাটি

ঞ) মেহগনি একপ্রকার------

(১) চিরহরিৎ

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি শুদ্ধ হলে পাশে 'শু' ও অশুদ্ধ হলে পাশে 'অশু' লেখো **1x5=5**

ক) অশু

খ) শু

গ) অশু

ঘ) শু

ঙ) শু

৩। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করো **1x5=5**

ক) বাঘেলখন্ড

খ) রাপিডস

গ) ভিতরকণিকা

ঘ) কংসাবতী

ঙ) কর্ণাটক

৪। একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাওঃ **1x5=5**

ক) Central Arid Zone Research Institute

খ) ক্রেভাস।

গ) পাওয়েল।

ঘ) আঁধি।

ঙ) ল্যাটেরাইট।

SRAI

৫। বাম স্তম্ভের সাথে ডানস্তম্ভ মেলাওঃ **5**

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
মরুদ্যান	মরুবসতি অঞ্চল
পেডিমেন্ট	জলধারা ও বায়ুর মিলিত কাজ
গৌর	বায়ুর ক্ষয়কার্য
অপসারণগর্ত	ধান্দ
আটাকামা মরুভূমি	চিলি

৬। নিচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ **2x3=6**

পটহোলঃ

ক) নদীর অবঘর্ষ ক্ষয় প্রক্রিয়ায় নদীর তলদেশে যে ছোটো ছোটো গোলাকার ও মসৃণ গর্ত সৃষ্টি হয়, তাকে মন্থকূপ বলে।

মন্থকূপের উৎপত্তি

উৎপত্তিঃ নদী বাহিত শিলাখন্ড পাক খেতে খেতে নদী তলদেশে নরম শিলায় আঘাত করলে প্রথমে ছোট ছোট গর্ত সৃষ্ট হয়। এরপর ছোট নুড়ি ঘুরতে ঘুরতে ক্ষয় করে গর্তকে আরও গভীর ও মসৃণ করে মন্থকূপ গঠন করে।

বৈশিষ্টঃ (i) পরিধি কয়েক সেমি থেকে কয়েক মিটার হয়।

(ii) এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বাড়ে।

উদাহরণঃ ঝাড়খন্ডে সরাইকেল্লার কাছে খরকাই নদীতে মন্থকূপ দেখতে পাওয়া যায়।

খ) হিমশৈলঃ মেরু অঞ্চলে সমুদ্রজলে ভাসমান ও গতিশীল বিশালাকার বরফের স্তূপকে হিমশৈল বলে। গ্রিনল্যান্ড ও আন্টার্কটিকা সংলগ্ন সমুদ্রে এগুলি দেখা যায়।

SDAI

উৎপত্তিঃ মহাদেশীয় হিমবাহের হিমরেখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হওয়ায় বরফের স্তূপ সমুদ্র জলে এসে পড়ে। বরফের নিজভারে, জলের উর্ধ্বচাপে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের ধাক্কায় অখন্ড হিমবাহের প্রান্তভাগ ভেস্তে যায়। কঠিন বরফের ওজন তরল জলের তুলনায় ১০ শতাংশ কম হওয়ায় বরফের চাঁইগুলির ৮/৯ অংশ ডুবে থেকে স্রোতের সঙ্গে ভেসে গতিশীল হয়ে হিমশৈল হিসাবে গড়ে ওঠে।

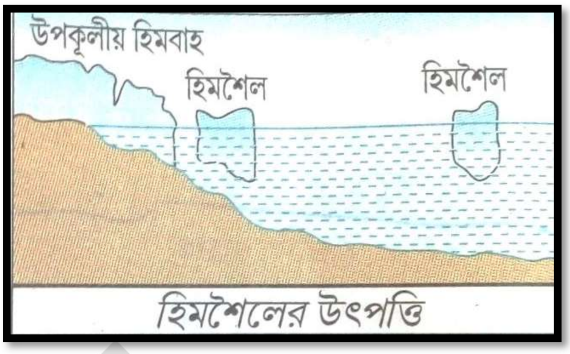

হিমশৈলের উৎপত্তি

প্রভাবঃ (১) দুর্ঘটনা- বরফচাঁই-এর সাথে জাহাজের সংঘর্ষে সামুদ্রিক দুর্ঘটনা ঘটে।

(২) হিমশৈলের প্রভাবে মগ্নচড়া- মগ্নচড়া সৃষ্টি হয়। যেমন- আটলান্টিক উপকূল ডগার্স ব্যাংক।

গ) মরু অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত—

রাজস্থান মরুভূমি ও সংলগ্ন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাটের বিভিন্ন এলাকায় যে মৃত্তিকা দেখা যায় তাকে বলে মরু মৃত্তিকা।

লবনতার কারণঃ অধিক বাষ্পীভবন- মরু অঞ্চলে গভীর বাষ্পীভবনের কারণে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে লবন কৈশিক প্রক্রিয়ায় ক্রমগত হারে উপরে উঠে মৃত্তিকার উপরের স্তরে সঞ্চিত হয়।

লবনের পরিমানঃ অধিক বাষপীভবনের জন্য মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম লবনের ভাগ বেশী। তাই মৃত্তিকা লবণাক্ত।

৭। নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ (চিত্রসহ) **1x4=4**

পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে নদী যখন সমভূমিতে নেমে আসে তখন নদী উপত্যকার ঢাল হঠাৎ কমে যাওয়ায় নদীর বহন ক্ষমতা ও বেগ দুইই হঠাৎ কমে যায়। এই অবস্থায় পর্বতের পাদদেশে পলি, কাঁকর, নুড়ি, বালি প্রভৃতি শঙ্কুর আকারে সঞ্চিত হয়ে যে ভূমিরূপ গঠন করে তাকে পলিশঙ্কু বা পলল শঙ্কু বলে।

পরবর্তী সময়ে পলল শঙ্কুর উপর দিয়ে নদী বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলে, তা অর্ধগোলাকার আকৃতিতে ভাগ হয়ে পড়ে। হাতপাখার মতো দেখতে প্রায় গোলাকার এই ভূমি হলো পলল ব্যজনী বা পলল পাখা। এইবে পর্বতের পাদদেশে পলল ব্যজনী গড়ে ওঠে।

পলল ব্যজনী